মহাপুরুষদের পুনঃ পুনঃ ভগবদ্ভজনের অনুশীলন পরম আনন্দবিশেষ লাভের জন্যই হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাঁহারা যতই ভক্ত্যঙ্গের অধিকতরভাবে অনুশীলন করেন, ততই প্রতিপদে অপূর্ব্ব আস্বাদন লাভ করিয়া থাকেন। অসিদ্ধ ভক্তগণের পুনঃ পুনঃ ভক্তির অঙ্গ অনুশীলনের যে নিয়ম কথিত হইয়াছে, সেটি কিন্তু ভজনের মুখ্যফল—অনবরতঃ হৃদয়ে শ্রীভগবৎস্ফূর্ত্তি লাভের জন্য; যেহেতু যখন সাধক দেখিবে শ্রীনামাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠান করা সত্ত্বেও হৃদয়ে নিজ অভীষ্ট দেবের স্ফূর্ত্তিলাভ হইতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে স্ফূর্ত্তির বাধক অপরাধ হৃদয়ে আছে। যেহেতু কৌটিল্য (১) অশ্রদ্ধা (২) ভগবদ্‌বিষয়ক নিষ্ঠার চ্যুতিসম্পাদক যে ভিন্ন বস্তুতে অভিনিবেশ (৩) ভজনে শৈথিল্য (৪) এবং নিজ ভজনাদি জন্য অভিমান প্রভৃতি (৫) মহৎসঙ্গ প্রমুখ মহৎশক্তিযুক্ত ভক্তিপ্রভাবেও যখন নিবৃত্ত করিতে পারা যায় না, তখন বুঝিতে হইবে—সেই নামাপরাধেরই কার্য্যস্বরূপ এই কৌটিল্য প্রভৃতির সত্তা হৃদয়ে বিদ্যমান আছে। হয়ত এজন্মে অপর কোনও অপরাধ না থাকিতেও পারে, কিন্তু পূর্ব্বজন্মকৃত অপরাধের পরিচায়করূপে এই কৌটিল্যাদির সত্তা বিদ্যমান আছে—ইহাই বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ সাধক যখন দেখিবে (বহু ভজন করা সত্ত্বেও হৃদয়ের কুটিলতা ১। ভক্তি, ভক্ত, ভগবানে অবিশ্বাস। ২। যাহাতে ভগবানে নিষ্ঠার চ্যুতি করে—এমন বিষয়ান্তরে অভিনিবেশ। ৩। ভজনবিষয়ে শিথিলতা। ৪। আর নিজে ভজন করেন বলিয়া অভিমান। ৫।)—এই পাঁচটি যাইতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে বর্ত্তমান জন্মেরই হউক্ অথবা প্রাক্তন্ জন্মেরই হউক্, প্রচুর অপরাধ আছে। তাহা না হইলে মহৎসঙ্গ এবং মহৎমুখে শ্রীহরিকথা-শ্রবণাদি করা সত্ত্বেও হৃদয়ের কুটিলতা প্রভৃতি পাঁচটি দোষ যাইতেছে না কেন? এই অভিপ্রায়েই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—

সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত,
নাহি ভেল অপরাধ কারণ।

অতএব, কুটিলচিত্ত জনের নানা উপচার প্রভৃতি দ্বারা কৃত উত্তম পূজাও শ্রীভগবান্ যে স্বীকার করেন না, তাহার দৃষ্টান্ত কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সন্ধি করিবার জন্য হস্তিনাপুরীতে উপস্থিত হইবার সময় কুটিলমতি দুর্য্যোধন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিবার জন্য রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী, প্রতিগৃহে নানাবিধ উপাদেয় উপচারে "কৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া পূজা ও স্তব করাইয়াছিল; কিন্তু কুটিলতাপ্রযুক্ত ঐ সব কার্য্য